অখণ্ড

লিলিপুটের গ্রহে

মোশতাক আহমেদ

উৎসর্গ

কৈশরে টিফিনের টাকা জমিয়ে দুই টাকা দিয়ে গল্পের বই ভাড়া করতাম। যখন বইগুলো লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তাম কী যে ভালো লাগত! কৈশরের বইপড়ার সেই স্মৃতিময় আনন্দ আর ভালোলাগার দিনগুলোকে।

সায়েন্স ফিকশন

লিলিপুটের গ্রহে

মোশতাক আহমেদ

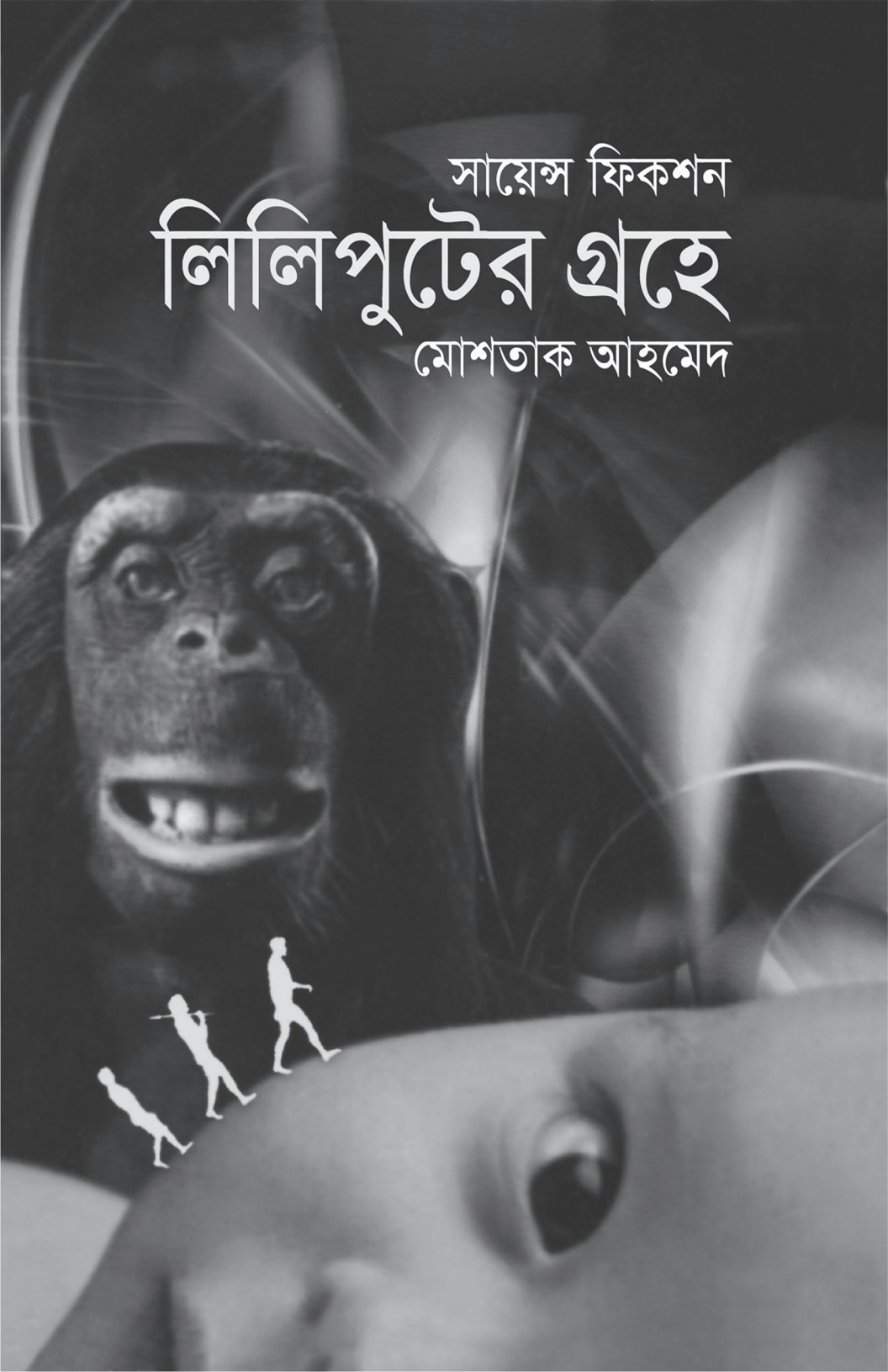

১ম খন্ড: লিলিপুটের গ্রহে

রচনাকাল: ২৯.০৬.২০০৭ - ০৭.১০.২০০৭

স্থান: মন্টিয়েন হোটেল, ব্যাংকক, থাইল্যান্ড (২৯.০৬.২০০৭) - রমনা, ঢাকা (০৭.১০.২০০৭)

লিলিপুটের গ্রহে

১

প্যাঁচার মতো মুখ আর বানরের মতো শরীরবিশিষ্ট বিশেষ একধরনের হিংস্র প্রাণীকে দলবদ্ধভাবে গ্রামের দিকে আসতে দেখে লিলিপুটদের নেতা বাউট চিৎকার করে বলতে থাকল, 'ওগি এসেছে, ওগি এসেছে। তোমরা যে যেখানে আছ, নিরাপদ স্থানে চলে যাও। আর একমুহূর্তও বাইরে থাকবে না। বিপদ, বিপদ, মহাবিপদ। সবাই নিরাপদ স্থানে চলে যাও।'

টাওয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বিপৎসংকেত দিতে থাকল বাউট। তার কাজ হচ্ছে তাদের এলাকায় যখন ওগি আসে, তা আগেভাগেই সবাইকে জানিয়ে দেওয়া, যেন সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যেতে পারে। অন্যথায় ওগিরা তাদেরকে ধরে নিয়ে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করবে। বাউট জানে ওগিরা কতটা নিষ্ঠুর প্রাণী। তাদের প্রতি ওগিদের এতটুকু দয়ামায়া নেই। ওগিরা যে শুধু তাদেরকেই খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে তা নয়, তাদের গৃহপালিত পশুকেও হত্যা করে, ধরে নিয়ে যায়। এমনকি মাঝে মাঝে অযথা তাদের জমির ফসলও নষ্ট করে।

এ মুহূর্তে বাউটকে সাহায্য করছে লিলিপুট হিবি। হিবি ঢোল আর ঘণ্টা বাজিয়ে সতর্ক করে দিচ্ছে সবাইকে, তার মধ্যেও তীব্র উত্তেজনা। বাউটও উত্তেজিত। পাশাপাশি উৎকণ্ঠিতও বটে। কারণ, আজ গ্রামের সবাই দূরের জমিতে শস্য চাষ করতে গেছে। তারা এত দূর থেকে ফিরে আসতে পারবে কি না, সন্দেহ আছে। তার আগেই আক্রমণ করে বসবে ওগিরা। ওগিরা পাশেই বনের মধ্যে থাকে। হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে আসে। কখনো দলবদ্ধভাবে, আবার কখনো বিচ্ছিন্নভাবে। তারপর ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তাদের ওপর। ওগিদের সাথে তারা সহজে পেরে ওঠে না। কারণ, ওগিরা আকার-আকৃতিতে তাদের থেকে অনেক বড়, উচ্চতায় তাদের চার গুণ। তারা নিজেরা ছয় ইঞ্চি লম্বা আর ওগিরা দুই ফুট। তা ছাড়া ওগিদের শরীরের শক্তিও খুব বেশি

এবং তারা দ্রুত ছুটতে পারে। এ কারণে ওগিদের সাথে তারা লিলিপুটেরা সহজে পেরে ওঠে না। তাদের বিষাক্ত তির-ধনুক সচরাচর কাবু করতে পারে না ওগিদের। ফলে বেঁচে থাকার জন্য নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে থাকাকেই তারা সব সময় উত্তম মনে করে।

এ মুহূর্তে বাউট দশ ফুট উঁচু মাটির তৈরি একটা পর্যবেক্ষণ টাওয়ারের ওপর আছে। এখান থেকেই সে চারদিকটা পর্যবেক্ষণ করছে আর জোরে জোরে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। ঘণ্টার শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে। এতে দূরের লিলিপুটেরা সতর্ক হতে পারছে। সে দেখতে পাচ্ছে, দূরের লিলিপুটেরা ছোটাছুটি করে গ্রামে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে আসছে। তবে ওগিদের তুলনায় তাদের গতি অনেক কম। আর এ কারণেই শঙ্কিত সে।

ওগিরা যখন লিলিপুটদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন অধিকাংশ লিলিপুট নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছাতে পারেনি। ওগিদের সামনে লিলিপুটেরা একেবারে অসহায় হয়ে পড়ল। এমনকি তাদের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরাও কোনো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারল না। তার আগেই নিষ্ঠুর আর হিংস্র আক্রমণ চালাল ওগিরা। যেখানে যে লিলিপুটকে পেল, তাকে ধরে গিলে ফেলতে লাগল। এমনকি নারী-শিশুদেরও বাদ দিল না। সাধারণত ওগিরা নারী-শিশুদের আক্রমণ করে না। কিন্তু আজ কেউই রক্ষা পেল না। ছোট ছোট শিশুদেরও ধরে ধরে গিলে ফেলতে লাগল ওগিরা। তাদের ঘরবাড়িগুলোও ভেঙে একেবারে মাটির সাথে মিশিয়ে দিল।

ওগিরা যখন ভরা পেটে উৎফুল্ল মনে নাচতে নাচতে বনের দিকে ফিরে গেল, তখন দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে বাউটের। লিলিপুটদের নেতা হিসেবে আজ সে ব্যর্থ। আগে থেকে সে কাউকে সতর্ক করে দিতে পারেনি। সে তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। আজ ওগিরা তাদের গ্রামকে শেষ করে দিয়ে গেছে। লিলিপুটদের ইতিহাসে আজকের মতো এত ক্ষতি তাদের আর কখনো হয়নি।

বাউট আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না, সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বুক চাপড়ে চিৎকার করে বলল, 'হে মহান সৃষ্টিকর্তা, তুমি আমাদের শান্তি দাও, ওই নিষ্ঠুর আর নির্মম ওগিদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো।'